পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

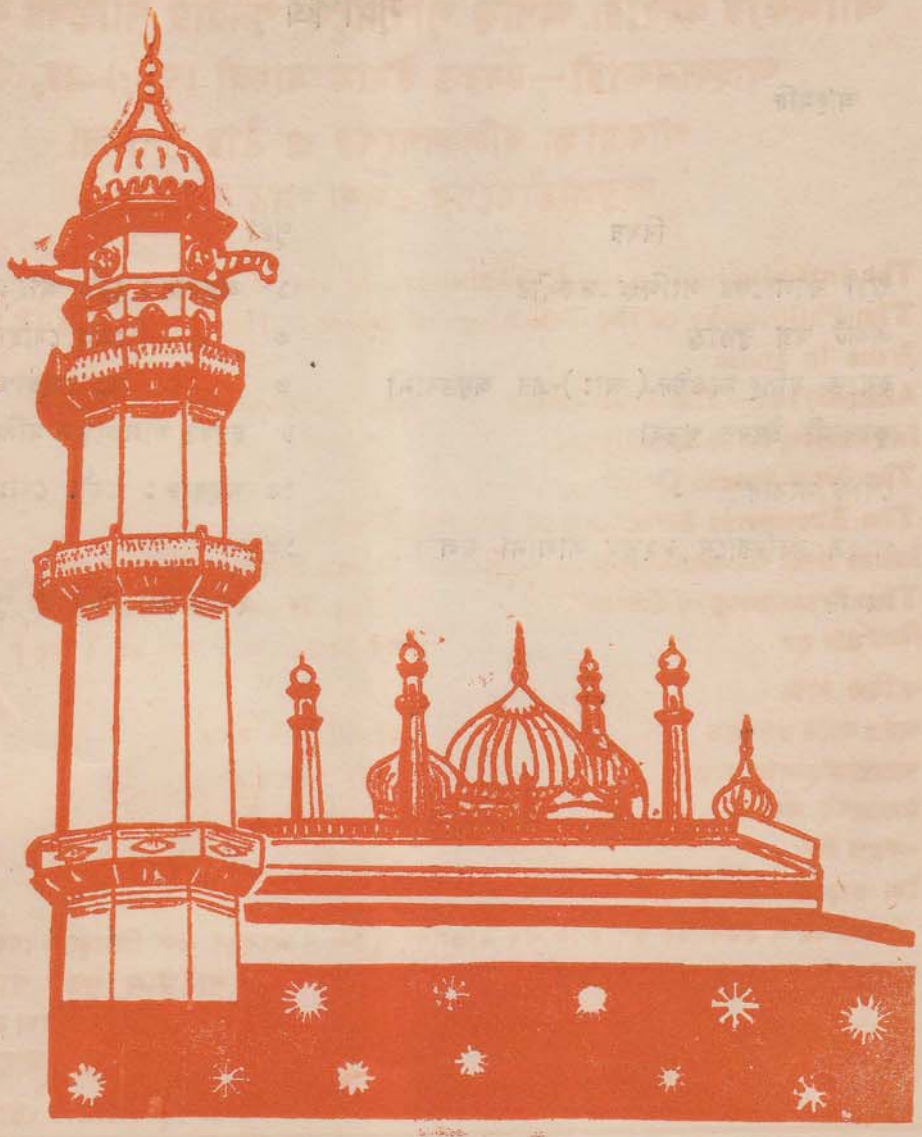

সম্পাদক :— **এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার**

নব পর্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা

১৫ই, পৌষ, ১৩৮০ বাংলা : ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩, ইং, ৫ই, যিলহজ্জ ১৩৯৩ হিজরী কামরী

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১০·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

আহ্‌মদি

২৭শ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
সূরা ফালাকের সংক্ষিপ্ত তফসীর	১	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ
একটি স্বপ্ন বৃত্তান্ত	৩	,, মৌঃ মোহাম্মদ
হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃতবানী	৬	,, ডঃ মোহাম্মদ মুসা
কুরবানী ঈদের খুতবা	৮	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ)
শোক সংবাদ	১৫	অনুবাদ : মৌঃ মোঃ আমীর বাঃ আঃ
পবিত্র কাদিয়ানে ৮২তম সালানা জলসা সংবাদ	১৬	

(কভারের ভিতরের পৃঃ)

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্য্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা :
১৫ই পৌষ, ১৩৮০ বাং : ৩১শে, ডিসেম্বর, ১৯৭৩ইং ৩০শে ফাতাহ, ১৩৫২ হিজরী শামছী

সূরা ফালাক

॥ সংক্ষিপ্ত তফসির ॥

'হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) প্রণীত তফসীরে-কবীর অবলম্বনে'

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

পূর্ব প্রকাশিতের পর—৬

ومن شر غاسق اذا وقب —

(৪) যে দুর্বলতা জন্মগত ভাবে মানুষের মধ্যে থাকিয়া যায় উহাদের অনিষ্ট ইহতে পানাহ চাওয়ার দোয়া من شر ما خلق আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল কখনও সূচনা ভাল হয় কিন্তু পরিনাম মন্দ হইয়া থাকে, এজন্য এখানে বলা হইয়াছে যে, সেই অন্তমান বস্তু যাহা মাটির অন্তরালে চলিয়া যায় এবং গর্তে ঢলিয়া পড়ে তথা যখন মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া মাটির নীচে সমাধীস্থ

হয়, তৎকালিন কুফল হইতেও পানাহ্ চাওয়ার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তফসীরে কবীর প্রণেতা হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাঃ)-কে তাঁহার এন্তেকালের বহু পূর্বে আল্লাহ্-তায়ালার নিজ অনুগ্রহে এই শুভ সংবাদ দান করিয়াছিলেন।

موت حسن موت حسن فی وقت حسن

خلق (খালাক) এর অর্থ জাহান্নামের কয়ীদিগকে পরিবেষ্টণকারী কাঠগড়া এবং সেই দুগ্ধও, যাহা পাত্রের নীচে স্বল্প মাত্রায় অবশিষ্ট থাকে। এই সকল অর্থ অনুযায়ী এখানে এই দোয়া শিখান হইয়াছে যে, মানুষ যেন সেই সকল অবস্থা হইতে আল্লাহর পানাহ্ চায়, যাহার ফলে কোন জাতি বা ব্যক্তি বিশেষ জাহান্নামে পতিত হয়, অথবা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়, কিংবা তাহারা যেন তাহাদিগের মধ্য হইতে কোরআনের শিক্ষা ও আদর্শ লয়প্রাপ্ত হওয়া এবং তাহাদের নিকট উহার অতি সামান্য পরিমাণ অংশ থাকিয়া যাওয়া এবং উহার অনিষ্ট হইতে অল্লাহ্র পানাহ্ চায়।

(৫) قل اعوذ برب الفلق এর মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবেও কামালিয়ত (পরিপূর্ণতা) লাভের জন্য দোয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। যহেতু মোমেনের উপর 'বস্ত (আধ্যাত্মিক প্রশস্ততা ও উদারতা) ছাড়া 'ফরয' (আধ্যাত্মিক সংকোচন ও কাঠিন্য)-এর অবস্থাও আসিতে থাকে এবং আলো অবলোকণের পর অন্ধকার ছাইয়া যায়, সেই জন্য কোন কোন সময় মানুষ ধারণা করে যে, যে নূর সে প্রত্যক্ষ করিয়া ছিল, তাহা প্রকৃত পক্ষে নূর ছিল না, এজন্য এখানে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, হে খোদা! তোমার জ্যোতি লাভ হইলে পর ফরযের অবস্থা যেন আমার জন্য আধ্যাত্মিক মৃত্যুর কারণ না হয়, বরং উহা যেন উন্নতির কারণ হয়।

(৬) قل اعوذ برب الفلق আয়াত অনুযায়ী যখন কামেল তৌহিদ অবলম্বনকারী ব্যক্তি ইহার প্রচার করে এবং ঘোষণা করে যে, আমি কাহাকেও ভয় করি না, তখন হিতাকাঙ্খী ও প্রিয়জন ও বিরুদ্ধবাদীতে পরিণত হইয়া যায় এবং এক প্রকার অন্ধকার নামিয়া আসে। (এই আয়াতে সেই অবস্থার অনিষ্ট হইতেও পানাহ্ চাওয়ার দোয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে)।

যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, যখন অকল্যাণ ও অধঃপতন হওয়া নিশ্চিত অবধারিতই ছিল, তখন এই দোয়া কেন শিক্ষা দেওয়া হইল? ইহার উত্তর এই যে, ইহার কারণ এই ছিল যে, দোয়ার দ্বারা নেকী ও পূণ্যের বীজ যেন কায়েম থাকে এবং অধঃপতনের সময়ে পূণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ নবী কবীম (সাঃ)-এর সহিত আধ্যাত্মিকভাবে সামঞ্জস্য রাখার কারণে বাঁচিয়া যান। সুতরাং এই দোয়া সমুহের ফলে প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় মোজাদ্দেদ আবির্ভূত হইতে থাকেন এবং এই যুগে যখন অকল্যাণ চরম আকার ধারণ করিয়াছে তখন আল্লাহ্তায়ালা মোজাদ্দেদে-আযম তথা মসিহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে প্রেরণ করেন। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

একটি স্বপ্ন বৃত্তান্ত

হযরত সামরা বিন জান্দাব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আঁ-হযরত (সাঃ) সকালের নামাজের পর প্রায়ই স্বীয় সাহাবা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিতেন কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছেন কি না? কেহ স্বপ্ন দেখিয়া থাকিলে, তিনি তাহা বর্ণনা করিয়া দিতেন। একদিন সকালে তিনি নিজের স্বপ্ন বৃতান্ত শুনাইলেন, "অদ্য রাত্রে আমার নিকট দুই ব্যক্তি আসিল এবং বলিল চলুন আমরা আপনাকে লইতে আসিয়াছি। তদনুযায়ী আমি তাহাদের সহিত যাত্রা করিলাম। চলিতে চলিতে আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকট আসিলাম যে চিৎ হইয়া শুইয়াছিল এবং এক ব্যক্তি পাথর লইয়া তাহার নিকট খাড়া ছিল। সে ঐ প্রস্তর তাহার মস্তকে ছুড়িয়া মারিতেছিল এবং তাহার মস্তক চুর্ণ হইতেছিল। প্রস্তর ধাক্কা খাইয়া গড়াইয়া দূরে গিয়া পড়িতেছিল। পূনঃ সেই ব্যক্তি ঐ প্রস্তর লইবার জন্য আগাইয়া যাইতেছিল এবং ইতিমধ্যে শায়িত ব্যক্তির মস্তক ঠিক হইয়া যাইতেছিল। পুনঃরায় সে তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিয়া তাহার মস্তক চুর্ণ করিয়া দিতেছিল। মোট কথা এই ব্যবস্থা অবিরাম চলিতেছিল। আমি "সুবহান আল্লাহ্" পড়িলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম একি হইতেছে আমার সঙ্গীগণ বলিল আগে চলুন! অর্থাৎ উপস্থিত এই দৃশ্যের ব্যাখ্যার অনুমতি নাই। তদনুযায়ী আমরা আগে চলিলাম এবং এক ব্যক্তির নিকট পৌছিলাম, যে ঘাড় কাত করিয়া শুইয়া ছিল এবং অপর এক ব্যক্তি একটা লোহার আঁকসী লইয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের এক দিকের জাবড়ায় লাগাইয়া গ্রীবা পর্যন্ত চিড়িতেছিল। পরে এই ভাবে অপর দিকও চিড়িতেছিল। অনুরূপভাবে তাহার নাকের ফুটাগুলি ও চক্ষুদ্বয়ের মধ্যে পালাক্রমে লোহার আঁকসী লাগাইয়া উভয় দিকে টানিয়া কর্ণমূল পর্য্যন্ত চিড়িতেছিল। এই ভাবে প্রত্যেকবার চিড়া ফাড়ার কাজ শেষ হওয়ার পর পরই ক্ষতস্থান ঠিক হইয়া যাইতে ছিল এবং এই প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলিতে ছিল। আমি এই দৃশ্য দেখিয়া "সুবহান আল্লাহ্" পড়িলাম এবং অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কি ব্যাপার? আমার সঙ্গীগণ

বলিল, আগে চলুন! আগে চলুন! তদনুযায়ী আমরা আগাইয়া চলিলাম। এক স্থানে পৌঁছিয়া আমরা এক বড় তুন্দুর দেখিলাম যাহার মধ্য হইতে উত্থিত উচ্চ অগ্নিশিখার কারণে ভীষণ শব্দ আসিতেছিল। উহার মধ্যে উঁকি মারিতে আমি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিলাম। উহার মধ্যে বহু নগ্নদেহ পুরুষ ও স্ত্রীলোক অবস্থান করিতেছিল। অগ্নিশিখা যখন নীচে হইতে উর্ধে উঠিতেছিল, তখন উহার ঠেলায় তাহারা উপরে উৎক্ষিপ্ত হইতে ছিল এবং মহাশোর করিয়া অসহায় বিলাপ-ধ্বনী করিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইহারা কে? আমার সঙ্গীগণ বলিল, আগাইয়া চলুন! আগাইয়া চলুন! তদনুযায়ী আমরা আগে বাড়িতে লাগিলাম এবং এক নহরের নিকট পৌঁছিলাম যাহা রক্ত বর্ণের ছিল। এ নহরে এক ব্যক্তি সাঁতার কাঠিতেছিল এবং অপর এক ব্যক্তি উহার কিনারায় খাড়া ছিল। সে অনেক পাথর জমা করিয়া রাখিয়াছিল। যখন প্রথমোক্ত ব্যক্তি সাঁতার কাঠিতে কাঠিতে ক্লান্ত হইয়া মুখ খুলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কিনারায় দণ্ডায়মান ব্যক্তি তাহার মুখের দিকে সজোরে পাথর ছুড়িয়া মাড়িতেছিল। এবং সেই মারের চোটে সে যেখান হইতে আসিয়াছিল সেইখানেই ফিরিয়া যাইতেছিল। অনবরত এই প্রক্রিয়া চলিতেছিল। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কি? আমার সঙ্গীগণ বলিল, চলুন, চলুন! তদনুযায়ী আমরা আগাইয়া চলিলাম এবং এক অতি কদাকার ব্যক্তিকে দেখিলাম। তাহার পার্শ্বে আগুন জ্বলিতেছিল এবং জ্বালানী কাঠ রাখা ছিল। সে ঐ আগুনের চারিদিকে ঘুরিতেছিল এবং অগ্নিতে ইন্ধন নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছিল। আমি হয়রান হইয়া সঙ্গীগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম এ কি হইতেছে তাহারা বলিল চলুন, চলুন! আমরা আবার চলিলাম এবং এক ঘন বাগান দেখিলাম যাহার মধ্যে বসন্তের সকল প্রকার ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া ছিল এবং বাগানের মধ্যখানে এক দীর্ঘাকৃতি মানুষ দাঁড়াইয়াছিল। তিনি এরূপ লম্বা ছিলেন যে মনে হইতেছিল যেন তাহার মস্তক গগণ চুম্বন করিতেছিল। তাঁহার চারিদিকে এত শিশু জমা হইয়াছিল যে আমি কখনও এত অধিক শিশুর সমাবেশ দেখি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বুজুর্গ কে এবং এই শিশুগণ কাহারা? আমার সঙ্গীগণ বলিল, চলুন, চলুন! আমরা আগাইয়া গেলাম এবং এক খুব বড় গাছের নিকট পৌঁছিলাম। এত বড় এবং এমন সুন্দর গাছ আমি কখনও দেখি নাই। আমার সঙ্গীগণ বলিল, এই বৃক্ষে আরোহণ করুন তদনুযায়ী উক্ত বৃক্ষে চড়িতে লাগিলাম এবং চড়িতে চড়িতে এমন এক শহরের নিকট পৌঁছিলাম যাহা স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্মিত ছিল। আমি ঐ শহরের দরজায়

পৌঁছিয়া দরজা খুলিতে বলিলাম। অচিরে দরজা খুলিয়া গেল এবং আমি শহরে প্রবেশ করিলাম। সেখানে আমি এমন লোকও দেখিলাম, যাহার অর্ধ অঙ্গ অতি সুন্দর এবং অপরার্ধ অতি কুৎসিৎ। আমার সঙ্গীগণ তাহাদিগকে এক নহরের দিকে ইশারা করিয়া বলিল, এই নহরে ঝাপাইয়া পড় এ নহরে লম্বা চওড়া এবং খরস্রোতা ছিল উহার পানি অতি স্বচ্ছ ও নির্মল ছিল। আদেশানুযায়ী তাহারা সকল নহরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। যখন তাহারা সহর হইতে উঠিয়া আসিল তখন তাহাদের অধাঙ্গের কদাকৃতি দূর হইয়া, তাহারা দেখিতে সর্বাঙ্গীন ও অপূর্ব সুন্দর হইয়া উঠিল। আমার সঙ্গীগণ আমাকে জানাইল যে, ইহা জান্নাতে আদন এবং এখানেই আপনার আবাসস্থান। ঐ আপনার মহল দেখা যায়। আমি উপরের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, শুভ্র মেঘের ন্যায় এক সমুজ্জল মহল। আমি আমার সঙ্গীদের কহিলাম "আল্লাহ্" তোমাদের ভাল করুন, আমাকে ইহার মধ্যে যাইবার অনুমতি দাও তাহারা বলিল এখন নহে। অবশ্য কিছুকাল পরে আপনি নিশ্চয় ইহার মধ্যে যাইবেন ইহার পরে আমি আমার সঙ্গীগণকে বলিলাম অদ্য রাত্রে আমি আশ্চর্য আশ্চর্য দৃশ্যাবলী দেখিয়াছি। কিন্তু এসবের অর্থ বুঝিতে পারি নাই। আমার সঙ্গীগণ বলিল, আপনি প্রথম যে ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন, যাহার মস্তক প্রস্তরাঘাতে চুর্ণ করা হইতেছিল, সে এমন ব্যক্তি যে কোরআন পড়িয়াছিল কিন্তু বিপথগামী ছিল। সে শুইয়া থাকিত এবং ফজর নামাজ পড়িত না। দ্বিতীয় ব্যক্তি যাহাকে আপনি দেখিয়াছিলেন, যাহার জাবড়া নাক এবং চক্ষুদ্বয় চিড়া হইতেছিল, সে সকালে ঘর হইতে বাহির হইত এবং গুরুতর মিথ্যা রটনা ছড়াইত, যাহা সারা দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িত। যে সকল নগ্ন পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদের আপনি তুন্দুরের মধ্যে দেখিয়াছিলেন, তাহারা ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকিত। যে ব্যক্তি নহরে সাতার কাটিতে-ছিল এবং যাহার মুখ লক্ষ করিয়া নহরের কিনারায় দণ্ডায়মান ব্যক্তি পাথর মারিতেছিল সে সুদখোর ছিল। যে কদাচার ব্যক্তি আগুনের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উহাতে ইন্ধন নিক্ষেপ করিতেছিল, সে দোযখের দারোগা ছিল, দীর্ঘকায় ব্যক্তি, যাহাকে আপনি বাগানে দেখিয়া ছিলেন, তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে সমবেত শিশুগণ হইল, তাহারা যাহারা অল্প বয়সে মারা গিয়াছিল এবং ধর্ম প্রবণ ছিল। এখন তাহাদের তরবিয়তের ভার হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উপর ন্যাস্ত। তখন কোন কোন সাহাবা (রাঃ আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রসুল! মুশরেকগণের সন্তানগণও কি তাহাদের শামিল হইবে?

(৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

এবাদত ও সমস্ত নেক আমল তখনই কবুল হয়, যখন মানব মোত্তাকী হয়। সেই সময় খোদা-তায়ালা গুনাহের আহ্বায়ক সমূহকে উঠাইয়া নেন এবং সকল প্রয়োজন তিনি নিজে পূর্ণ করেন।

আসল 'তাক্‌ওয়া' যাহা দ্বারা মানব ধৌত ও পরিষ্কৃত হয় এবং নবীগণ যাহার জন্য আসেন, তাহা দুনিয়া হইতে উঠিয়া গিয়াছে। কেহ আছে এর দৃষ্টান্ত?

قد افلح من زكيها

পবিত্রতা ও নির্মলতা উৎকৃষ্ট বস্তু। মানুষ পবিত্র ও নির্মল হইলে, ফেরেস্তাগণ তাহার সহিত করমর্দন করেন। মানুষের নিকট উহার মর্যাদা নাই, তাহা না হইলে হালাল পন্থায় প্রত্যেক বস্তুর স্বাদ লাভ হইতে পারিত। চোর চুরি করে, এই জন্য যে, সে ধন-দৌলত পাইবে। সুতরাং সে যদি ধৈর্য্য অবলম্বন করিত, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা তাহাকে অন্য কোন উপায়ে ধনী করিয়া দিতেন। এইভাবে ব্যভিচারী ব্যভিচার করে, যদি সে ধৈর্য্য অবলম্বন করিত, তাহা হইলে খোদাতায়ালা তাহার মনোবাঞ্ছা অন্য ভাবে পূর্ণ করিয়া দিতেন, যাহাতে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ হয়। হাদিসে বর্ণিত আছে, কোন চোর চুরি করে না, যতক্ষণ সে মোমেনের অবস্থায় থাকে এবং কোন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে না, যতক্ষণ সে মোমেনের অবস্থায় থাকে। কোন ছাগলের সামনে ব্যাঘ্র দাঁড়াইয়া থাকিলে তখন সে ঘাস খাইতেও সাহস করে না, তখন ছাগলের মত ঈমানও মানুষের নাই। মূল বিষয় ও উদ্দেশ্য হইল 'তাকওয়া'। যদি কেহ উহা অবলম্বন করিয়া থাকে তবে সে সব কিছুই পাইতে পারে। উহা ছাড়া মানবের পক্ষে কোন ছোট বড় অন্যায় হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। মানবীয় শাসন বিধান কাহাকেও গুনাহ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। তাহার সঙ্গে কোন রাজ কর্মচারী পাহারা থাকে না, যে জন্য তাহার ভয় হইতে পারে। মানুষ নিজেকে একাকী ভাবিয়া গুণাহ করিয়া ফেলে, নতুবা সে উহা কখনও করিত না এবং যখন সে নিজেকে একাকী ভাবে, তখনই সে নাস্তিক হয় এবং তখন স্মরণ থাকে না

তাহার খোদা তাহার সাথে আছে, তিনি তাহাকে দেখিতেছেন নতুবা সে কখনও গুনাহ করিত না। তাকওয়াতেই সব কিছু। কোরআন শরীফ আরম্ভ ইহার দ্বারা :

ایاك نعبد وایاك نستعین

উদ্দেশ্য হইল "তাকওয়া"। মানুষ আমল করে কিন্তু সে ভয়ে উহা নিজের দিকে আরোপ করিতে পারে না। উহাকে আল্লাহতায়ালার সাহায্য বলিয়া কল্পনা করে এবং ভবিষ্যতে এইজন্য আল্লাহতায়ালার সাহায্য যাচনা করে। পুনরায় দ্বিতীয় সুরাও

هدی للمتقین

দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে। নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি সমস্ত তখনই কবুল হয় যখন মানুষ মোত্তাকী হয়। তখন আল্লাহ-তায়ালা গুনাহের আহ্বায়ক সমূহকে উঠাইয়া নেন। স্ত্রীর প্রয়োজন হইলে স্ত্রী দেন। ঔষধের প্রয়োজন হইলে ঔষধ দেন। যে কোন জিনিষের প্রয়োজন হইলে, তাহাই দেন এবং এমন স্থান হইতে তাহাকে রুযী দেন, যাহা সে কল্পনা করিতে পারে না।

(মলফুজাত চতুর্থ খণ্ড পৃষ্ঠা ২৫১ ও ২৫২)

অনুবাদক : ডাঃ মোহাম্মদ মুছা।

হাদিস শরীফের অবশিষ্টাংশ

(৫-এর পাতার পর)

হুজুর (সাঃ) বলিলেন, হাঁ, (তাহারাও মুশরেক-গণের ধর্ম প্রবণ শিশুগণও) তাহাদের শামিল হইবে। আমার সঙ্গীগণ বলিল, আপনি শহরের মধ্যে যে সকল লোককে দেখিয়াছিলেন, যাহাদের অর্ধেক দেহ সুন্দর এবং অর্ধেক দেহ কুৎসিৎ, তাহারা ঐ সকল ব্যক্তি, যাহারা কিছু নেক কাজ করিয়াছিল এবং কিছু মন্দ কাজ করিয়াছিল। আল্লাহতায়ালা তাহাদের নেক কাজের কল্যাণে, তাহাদের মন্দ কাজগুলিকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন ও পুরস্কৃত করিয়াছেন।

(বুখারী)

অনুবাদক : মৌঃ মোহাম্মদ

কুরবানীর ঈদের খুতবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি আইঃ

যে সকল বুজুর্গ আমাদের দেশে ইসলাম ধর্মের প্রসার করিয়াছিলেন তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তোমরাও ইসলামের খেদমত কর।

জমাতের যুবকগণ! সাহস কর ও ঐ সকল বুজুর্গের অনুসরণ করিয়া ধর্মের খেদমতের জন্য নিজ দিগকে পেশ কর।

রুহানিয়তের দিক দিয়া আজও আমাদের দেশে চিশতি, সোহরওয়ার্দী, নক্সাবন্দীদিগের প্রয়োজন রহিয়াছে।

হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর স্মরণে আজ কোরবানীর ঈদ, আমি কয়েকবারই বলিয়াছি যে, জনসাধারণ যেভাবে বলিয়া থাকে, হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর কোরবানী সেভাবের ছিল না। লোকে বলিয়া থাকে হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে জবেহ করিবার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-তাঁহাকে জমিনে শায়িত করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে খোদাতায়ালার নিকট হইতে এলহাম পাইয়া জবেহ করিবার সংকল্প ত্যাগ করেন এবং আল্লাহর ইঙ্গিতে তাঁহার স্থলে এক দুম্বা জবেহ করিয়াছিলেন। আমি বার বার বলিয়াছি যে প্রকৃত প্রস্তাবে হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে মক্কার মরু প্রান্তরে ছাড়িয়া আসিবার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে স্বপ্ন দেখান হইয়াছিল। কারণ জল ও তরুলতা-হীন প্রান্তরে বসতি স্থাপন করা এক মস্ত বড় কোরবানী—উদাহরণ স্বরূপ যেমন দেখা যায় রাবওয়া মোকামে প্রথম প্রথম কতিপয় ব্যক্তি তাম্বু গাড়িয়া ইহাকে আবাদ করিবার জন্য বসিয়া গিয়াছিলেন ঐ সকল ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে তখন ইসমাইলী সুন্নত পুরা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এখানে বসিবার একমাত্র উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, রাবওয়া যেন শীঘ্র আবাদ হইয়া যায়। যদি তাঁহারা কুরবানী না করিতেন এবং রাবওয়া মোকামে আসিয়া বসতি স্থাপন না করিতেন, তাহা হইলে এই শহর প্রতিষ্ঠিত হইত না, এখানে বাজারও বসিত না, ঘরবাড়ীও উঠিত না এবং এই জায়গা পূর্বেকার ন্যায় শুন্য প্রান্তর রহিয়া যাইত।

আমেরিকায় স্বাধীন চিন্তা সম্বন্ধে যে এক আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছে একজন ফ্রান্স-বাসী উহার উদ্দোক্তা। তিনি নিজের কাহিনী লিখিতে বলিয়াছিলেন, "আমি একদিন আমার পিতার সহিত এক পাদ্রির বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে, ইব্রাহীম (আঃ) এক বড় সাধু ছিলেন তিনি খোদার জন্য নিজের একমাত্র পুত্রের গলায় ছুরি চালাইয়া দিয়াছিলেন।" ঐ ব্যক্তি আরো লিখিয়াছে ঘটনাক্রমে আমিও আমার পিতার একমাত্র সন্তান ছিলাম। আমি সেখান হইতে দৌড়াইয়া পালাইয়া গেলাম। আমার মনে ভয় হইল যে, যদি ঘটনাক্রমে এই বক্তৃতা আমার পিতার পছন্দ হইয়া যায় তাহা হইলে হয়ত তিনিও আমার গলায় ছুরি চালাইয়া দিবেন। আম সমুদ্রের কিনারায় পৌঁছিয়া দেখিলাম যে সেখানে একটি আমেরিকাগামী জাহাজ খাড়া আছে। আমি উহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম এবং এককোণে লুকাইয়া বসিয়া রহিলাম। এইভাবে আমি আমেরিকা পৌঁছিয়া গেলাম। এখানে আসিয়া আমি নাস্তিকতাবাদ প্রচার আরম্ভ করিলাম।" মোট কথা হযরত ইব্রাহাম ও ইসমাইল (আঃ)-এর কোরবানীর বিষয়টি ভুল আকারে প্রচারিত করা হইয়াছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর স্বপ্নের অর্থ ছিল যে তিনি স্বেচ্ছায় জানিয়া বুঝিয়া মক্কার জল ও তরুলতাহীন এক প্রান্তর, যেখানে কোন আহার্য বস্তু পাওয়া যায় না সেখানে যেন তিনি আপন স্ত্রী ও পুত্রকে ছাড়িয়া আসেন। তিনি এইরূপই করিলেন। যখন হযরত ইসমাইল (আঃ) বড় হইলেন তখন তিনি তাঁর সাধুতা ও সততার দ্বারা নিজের চারিদিকে একদল লোক জমা করিয়া লইলেন এবং তাহাদিগকে নামাজ যাকাত সদকা এবং খয়রাত বিষয়ে শিক্ষা দেন। ওমরাহ্ ও হজ্জের পন্থা প্রতিষ্ঠা করিয়া মক্কাকে আবাদ করিতে আরম্ভ করেন। তদনুযায়ী তাঁহার কোরবানীর ফলে শত শত বর্ষ হইতে মক্কা আবাদ হইয়া আসিতেছে। প্রায় তিন হাজার বৎসর যাবৎ কাবাঘর আবাদ রহিয়াছে। ইহার তওয়াফ করা হয় এবং হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং ঈদুল আজহার কোরবানী নিঃসন্দেহে উক্ত কোরবানীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু ইহা সেই কোরবানীর স্মরণ নয় যাহাতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বাহ্যিকভাবে হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর গলায় ছুরি চালাইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কোরবানীর ঈদ আমাদের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করে যে, আমরা যেন খোদার উদ্দেশ্যে এবং তাহার পর ধর্মের জন্য জঙ্গলে প্রান্তরে চলিয়া যাই এবং সেখানে গিয়া খোদাতায়ালার নাম ঘোষণা করি এবং মানুষকে তাঁহার রসুলের কলেমা পড়াই, যেভাবে আমাদের সম্মানিত সুফীগণ করিয়া আসিয়াছেন। যদি আমরা এইরূপ করি তাহা হইলে আমাদের কোরবানী হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর কোরবানীর সম-

তুল্য হইবে। কারণ বিভিন্ন মনের বিভিন্ন অবস্থা হইয়া থাকে। হযরত ইসমাইল (আঃ) -এর মনের অবস্থা একরূপ ছিল এবং আমাদের যুগের মানুষের দিলের অবস্থা অন্যরূপ। কিন্তু তবুও উহা নিশ্চয় ইসমাইল (আঃ)-এর অনুরূপ হইয়া যাইবে। সুতরাং তোমরা নিজেরা নিজেদিগকে এই কোরবানীর জন্য পেশ কর। আমার দৃষ্টিতে বর্তমান যুগে সেই সকল মোবাল্লেগ হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর সদৃশ্য যাঁহারা পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকায় তবলীগের কাজে লিপ্ত রহিয়াছেন। ঐ দেশগুলি অনুন্নত। সেখানকার লোক খোদা ও তাঁহার রসুলের নাম জানিত না। কিন্তু তাঁহারা সেখানে গিয়া তাহাদিগকে খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসুলের নাম শুনাইয়াছেন। আমি পূর্বেও এক খুতবায় জানাইয়াছি যে পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশে খৃষ্টানগণ তাহাদের প্রেসে আহ্‌মদী পত্রিকা ছাপান বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তখন আমাদের মোবাল্লিগ-ইন-চার্জ্জ জমাতের একটি পৃথক প্রেস প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে এক যায়গায় যান। সেখানে তাঁহার সহিত এমন একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয় যাঁহাকে তিনি ইতিপূর্বে খুব তবলিগ করিয়াছিলেন। তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন নাই। পরে তাঁহার নিকট যখন একজন স্থানীয় মোবাল্লিগ পৌঁছেন, তখন তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আপনাদের একজন বড় পাকিস্তানী মোবাল্লিগও আমাকে তবলিগ করিয়াছেন কিন্তু যদি এই নদী (সেই সময়ে তিনি এক নদীর কুল বহিয়া চলিতেছিলেন) আপন গতিপথ ফিরাইয়া উল্টা দিকে চলিতে চায় তাহা হইলে উহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমার আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না।" কিন্তু কিছুদিন সেই মোবাল্লিগের সহিত একত্রে বাস করার ফলে তাঁহার উপর এমন প্রভাব পড়ে যে, তিনি আহ্‌মদী হইয়া যান। আমাদের মোবাল্লিগ-ইন-চার্জ বলেন যে, তিনি যখন সেখানে চাঁদা সংগ্রহ করিতে যান, তখন ঘটনাক্রমে সেই ব্যক্তি উক্ত শহরে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি উদ্দেশ্যে আমি সেখানে আসিয়াছি। তখন আমি তাঁহাকে আমার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম এবং বলিলাম যে, "খৃষ্টানগণ তাহাদের প্রেসে আমাদের কাগজ ছাপান বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং বলিয়াছে, যদি তোমাদের খোদার মধ্যে কোন শক্তি থাকে তাহা হইলে তাঁহার উচিৎ তিনি কোন অলৌকিক নিদর্শন দেখান এবং তোমাদের নিজেদের প্রেস প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন। সুতরাং আমি পৃথক প্রেস বসাইবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে আসিয়াছি।" তখন সেই আহ্‌মদী বন্ধু বলিলেন, "মৌলবী সাহেব, ইহার পর আমাদের খবরের কাগজ তাহাদের প্রেসে

ছাপাইলে বড়ই অপমানের কথা হইবে। আপনি এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসিতেছি।" তাঁহার গ্রাম নিকটেই ছিল। তিনি সেখানে গেলেন এবং অল্পক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া নগদ পাঁচ শত পাউণ্ড মৌলবী সাহেবের হাতে দিলেন এবং বলিলেন, "প্রেসের জন্য আমার তরফ হইতে এই চাঁদা গ্রহণ করুন।" মোট কথা আমাদের এই মোবাল্লেগ এমন এক দেশে কাজ করিতেছেন যেখানে শুধুই জঙ্গল। আমাদের মোবাল্লেগ যখন সেখানে প্রথম প্রথম গিয়াছিলেন তখন অনেক সময় তিনি সেখানে গাছের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত কষ্টের সহিত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার স্বাস্থ্য প্রায় খারাপ হইয়া যাইত। যদিও আমাদের লোকের সংস্পর্শে সেই দেশের লোকদের মধ্যে সভ্যতা দেখা দিয়াছে তথাপি ঐ দেশকে সাদা মানুষের কবর বলা হয়। কারণ সেখানে আহার্য্য বস্তু পাওয়া যায় না। যখন সাদা মানুষ সেখানে যায় তখন সেখানে উপযোগী আহার্য বস্তু না পাইয়া মারা যায় অথবা আমাশয় প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। মোট কথা বর্তমান যুগে আমাদের যে সকল মুবাল্লেগ পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকায় কাজ করিতেছেন তাঁহারা হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর অত্যন্ত সাদৃশ্য সম্পন্ন। কারণ উক্ত দেশ এখনও জঙ্গলাকীর্ণ। দুনিয়ায় এইরূপ জঙ্গলাকীর্ণ দেশ আর নাই। আমেরিকায় পূর্ব হইতে সভ্যতা স্থাপিত হইয়াছে, ইউরোপেও তাহাই। মধ্যপ্রাচ্যও সভ্য হইয়াছে; কিন্তু আফ্রিকার অধিকাংশ এলাকা এখনও অনাবাদ। তাহাদিগের মধ্যে তবলিগ করিবার জন্য সুদীর্ঘ সফর করিতে হয় এবং বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া ইসলামের বাণী পৌছাইতে হয়। খোদাতালা এই দেশ আমাদিগের জন্য রাখিয়াছেন, যেন আমাদিগের নব্য যুবকগণ সেখানে গিয়া কাজ করিয়া হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর অনুরূপ হয়। সুতরাং খোদাতালার ফজলে আমাদের নব্য যুবকগণ আফ্রিকার জঙ্গলেও কাজ করিতেছে। কিন্তু আমার ধারণা যে, এই দেশেও উক্ত পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। তদনুযায়ী আমি চাই যে, যদি এমন কিছু সংখ্যক তরুণ পাওয়া যায় যাহারা অন্তরে হযরত খাজা মাঈনুদ্দিন চিশতি সাহেব (রহঃ)-এর ও হযরত শাহাবুদ্দিন সোহরওয়ার্দী (রহঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহা হইলে যে ভাবে সমাজের তরুণগণ তাহরিকে জাদিদের অধীনে নিজেদের জীবন ওয়াক্‌ফ করিয়াছে, তাহারাও নিজেদের জীবন সরাসরি ভাবে আমার নিকট ওয়াক্‌ফ করুক। তাহা হইলে আমি তাহাদিগের দ্বারা এমন পন্থায় কাজ লইব যেন তাহারা মুসলমানদিগকে শিক্ষা দিতে পারে। তাহারা আমার নিকট হইতে নির্দেশ লইতে থাকিবে এবং এই দেশে কাজ করিয়া যাইবে। আমাদের দেশ জনসংখ্যার দিক দিয়া বিজন নহে, কিন্তু রুহানিয়তের দিক

দিয়া আমাদের দেশ অত্যন্ত খালি হইয়া গিয়াছে এবং আজও এই দেশে চিশতি, সোহ্‌রাওয়ার্দী ও নক্সাবন্দীদিগের প্রয়োজন রহিয়াছে। তরুণগণ যদি আগে বাড়িয়া না আসে এবং হযরত মাঈনুদ্দিন সাহেব চিশতি (রহঃ), হযরত শাহাবুদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দী (রহঃ) এবং হযরত শেখ ফরিদুদ্দিন সাহেব শকরগঞ্জ (রহঃ) এর ন্যায় মানুষ জন্ম গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে এই দেশ রুহানিয়তের দিক্ দিয়া আরও ফাঁকা হইয়া যাইবে। বরং জনসংখ্যার দিক্ দিয়া মক্কা মোকাররমা যেমন কোন যুগে বিজন ছিল, তেমনি এ দেশ আধ্যাত্মিকভাবে তাহা অপেক্ষা বেশী বিজন হইয়া পড়িবে। সুতরাং আমি চাই যে, জমাতের তরুণগণ যেন সাহস সঞ্চয় করে এবং নিজেদের জীবন এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ওয়াক্‌ফ করে। তাহারা সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া কিম্বা তাহ্‌রীকে জাদিদের কর্মচারী হইবে না, পরন্তু নিজেদের ভরণ-পোষণের জন্য সেইরূপ পন্থা অবলম্বন করিবে, যেরূপ আমি বলিয়া দিব এবং এইভাবে ধীরে ধীরে পৃথিবীতে নূতন আবাদী কায়েম হইবে এবং আহ্‌মদীদের পন্থা এই হইবে যে, যদিও সত্যকার ভাবে নয় তথাপি রূপকভাবে রাবওয়া ও কাদিয়ানের ভালবাসা হৃদয় হইতে বাহির করিয়া দিয়া বাহিরে গিয়া নূতন রাবওয়া এবং নূতন কাদিয়ান প্রতিষ্ঠা করিবে। এখনও এই দেশের এমন কতকগুলি এলাকা আছে যেখানে মাইলের পর মাইল ব্যাপী কোন গণ্ডগ্রাম নাই। তাহারা এই রকমই কোন এক জায়গায় গিয়া বসিয়া পড়িবে এবং আমার নির্দেশ অনুযায়ী সেখানকার মানুষদিগকে শিক্ষা দিবে। লোকজনকে কোরআন করীম ও হাদিস পড়াইবে এবং নিজের শিষ্য বানাইবে। ইহারা আবার আগে ছড়াইয়া পড়িবে এই ভাবে সমস্ত দেশে দ্বিতীয়বার সেইরূপ পরিবেশের সৃষ্টি হইবে যেরূপ পুরাতন সুফীগণের যুগে হইয়াছিল।

ভাবিয়া দেখ, সাহসী ব্যক্তিগণ পুরাণ যুগেও কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। এই যে দেওবন্দ দেখিতেছ, ইহা ঐ সকল লোকের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মওলানা মোহাম্মাদ কাসেম নানতবী (রহঃ) সৈয়দ আহ্‌মদ বেরলবী (রহঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী দরসের সেলসেলা আরম্ভ করিয়াছিলেন। আজ চাহিয়া দেখ সমস্ত হিন্দুস্তান তাঁহার জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হইতেছে।

অথচ উক্ত যুগ হযরত ময়নুদ্দিন চিশতি (রহঃ)-এর কয়েক শত বৎসরের পরের যুগ ছিল। কিন্তু তবুও ঐ যুগ রুহানিয়তের দিক দিয়া পূর্বাপেক্ষা কম ছিল না, যখন ইসলাম হিন্দুস্তানে এক মুসাফিরের অবস্থায় ছিল। হযরত সৈয়দ আহ্‌মদ সাহেব বেরলবী (রহঃ) নিজ শিষ্যদিগকে দেশের বিভিন্ন অংশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক-জন নদওয়ার দিকে আসিয়াছিলেন। তাঁহার

সহিত আরও লোক সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এইভাবে ইহারা সকলে মিলিয়া এই দেশে ধর্মের ভিত্তিকে মজবুত করেন। এখন যদিও তাঁহাদের বংশধরগণের অধঃপতন ঘটিয়াছে, (আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের বংশধরগণকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করুন) কিন্তু তাঁহাদের বংশধরগণের অধঃপতন তাঁহাদিগের ক্ষমতাধীন ছিল না। তাঁহারা যথাসম্ভব ধর্মের সেবা করিয়াছেন। পরন্তু দৈহিক সম্বন্ধের দিক দিয়া মওলানা মোহাম্মাদ কাসেম সাহেব (রহঃ)-এর বংশধরগণ অন্যান্যদের অপেক্ষা অনেক ভাল আছেন। যখন আমি নদওয়া ভ্রমণে গিয়াছিলাম, তখন মৌলবীগণ আমার বিরুদ্ধাচারণ করে। কিন্তু সেই সময় নদওয়ার অবস্থান কারী মৌলানা কাসেম (রহঃ)-এর পুত্র বা পৌত্র আমাকে বড়ই সম্মান করিয়াছিলেন এবং মাদ্রাসা-ওয়ালাদিগকে আমাদের সম্বন্ধে আদেশ দিয়াছিলেন যে, আমরা যখন সেখানে আসিব তখন যেন তাহারা আমাদিগের সহিত সম্মানসূচক ব্যবহার করে। পরে অবশ্য তিনি আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাশয় পীড়ার জন্য আমি সেই দাওয়াতে উপস্থিত হইতে পারি নাই। এই সফরে আমার সহিত মৌলবী সৈয়দ সরওয়ার শাহ্ (রাঃ) হাফেজ রওশন আলী সাহেব (রাঃ) এবং কাজী সৈয়দ আমীর হুসেন সাহেব (রাঃ) ও ছিলেন। উক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহার মধ্যেও মৌলবী কাশেম সাহেব (রহঃ)-এর শিষ্টাচার অবশিষ্ট ছিল। যদি তাঁহার মধ্যে সেই শিষ্টাচার না থাকিত তাহা হইলে আমার আগমণ উপলক্ষে অপরাপর মৌলবীদের ন্যায় তিনিও মন্দ আচরণ প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু সেরূপ না করিয়া তিনি আমার সহিত অত্যন্ত সম্মানসূচক ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত হৃদ্যতার সহিত আমাকে আমন্ত্রণ এবং সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। পরে তিনি মৌলবী ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী সাহেবকে আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, এবং আমার নিকট ক্ষমা চাহিয়া পাঠান যে, তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, কতিপয় মৌলবী আমার সহিত অভদ্র আচরণ করিয়াছে। তজ্জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়া পাঠান, "আমি জানিতে পারিয়াছি যে, কতিপয় মৌলবী আপনার সহিত অভদ্র আচরণ করিয়াছে। আমি সে জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। আমি তাহাদিগকে সব সময় বলিয়া আসিয়াছি যেন এইরূপ করা না হয়। কিন্তু তাহারা বুঝে না।" সে সময়ে মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, যিনি অতি ভদ্র ও শিষ্টাচারসম্পন্ন লোক ছিলেন, তাঁহার পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি মৌলবী সাহেবকে অতিশয় মানিতেন এবং সম্মানের চোখে দেখিতেন এবং তাঁহার কথা রাখিতেন। কিন্তু আসল কথা এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কাহারও অনুগামীদের মধ্যে বাধ্যতার স্পৃহা জন্মলাভ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা যত বড় শিষ্যই লাভ হউক না কেন,

সে শিষ্য কোন উপকারে আসে না। মৌলবী মোহাম্মাদ কাসেম নানতবী (রহঃ)-এর এই পুত্র অথবা পৌত্র যাঁহার সম্বন্ধে আমি উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার নাম সম্ভবতঃ মোহাম্মাদ কিম্বা আহমদ ছিল। মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী সকল সময় তাঁহাকে সঠিক পরামর্শ দিতেন এবং তাঁহাকে দিয়া এমন কাজ লইতেন যাহা দ্বারা ইসলামী চরিত্র সত্যকারভাবে ফুটিয়া উঠে। তদনুসারে ইহারই ফলস্বরূপ তিনি আমাকে সম্মান ও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

পরে মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী সাহেবকে আমার নিকট পাঠাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, "কতিপয় মৌলবী আপনার সহিত রূঢ় বাক্যালাপ করিয়াছে এবং সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং আপনি সে জন্য কিছু মনে করিবেন না।" সুতরাং আমাদের জামাতের জন্য এই দেশে সুফীগণের পন্থায় কাজ করিবার সুযোগ রহিয়াছে। দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার সময় যদিও বাহ্যতঃ দেশ জনবহুল ছিল, কিন্তু আধ্যাত্মিক লোকের সংখ্যা কম হইয়া গিয়াছিল। আধ্যাত্মিক জন-বিরলতার জন্য মৌলবী কাসেম নানতবী (রহঃ) দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, এ দেশে আধ্যাত্মিক বংশের প্রসারতা প্রয়োজন, যেন এ দেশ ইসলাম ও রুহানিয়তের আলোকে আলোকিত হয়। তদনুযায়ী তিনি এক বিরাট কাজ করেন। যেভাবে তাঁহার পীর সৈয়দ আহ্‌মদ বেরলবী সাহেব (রহঃ) করিয়াছিলেন এবং যে-ভাবে তাঁহার সঙ্গী হযরত ইসমাইল সাহেবের দাদা আলা হযরত শাহ্ ওলিউল্লাহ্ মোহাদ্দেছে দেহলবী (রহঃ) বিরাট কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুগের জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ ছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যেক যুগের প্রেরিত এবং খোদাতালার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা নিজ নিজ যুগের জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ হইয়া থাকেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নিজ যুগের জন্য আদর্শ ছিলেন। (বাকি সকল নবীও নিজ নিজ যুগের জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ ছিলেন) সৈয়দ আহ্‌মদ সাহেব সরহন্দী (রহঃ) নিজ যুগের জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ ছিলেন। সৈয়দ আহ্‌মদ বেরলবী (রহঃ) নিজ যুগের জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ ছিলেন। হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ সাহেব (রহঃ) নিজ যুগের জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ ছিলেন। পুনরায় দেওবন্দের বুজর্গগণ নিজ নিজ যুগের জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ ছিলেন। তাঁহারা নিজেদের পিছনে পবিত্র ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন। উহার মর্যাদা করা আমাদিগের কর্তব্য। উহা আমাদের স্মরণ রাখা ও উহার অনুসরণ করা উচিৎ, সুতরাং এখনও যুগ রহিয়াছে, আমাদের যে সকল তরুণের মধ্যে কোরবানীর স্পৃহা জাগ্রত, তাহারা গৃহত্যাগী হইতে পারে। তাহারা গৃহত্যাগী হইয়া নূতন আবাস তৈরী করিবে এবং ধীরে ধীরে তথা হইতে সমস্ত

এলাকায় ইসলাম এবং ঈমানের আলো ছড়াইতে থাকিবে। তাহারা নিজদিগকে এই উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করুক। আমার চোখে এই কাজ মোটেই অসম্ভব নহে। আমার মস্তিষ্কে এই সমন্ধে একটি স্কীম খেলিতেছে। যদি এইভাবে তরুণগণ প্রস্তুত হয়, যাহারা নিজেদের জীবন তহরীকে জদীদের অধীন নহে বরং আমার নিকট ওয়াকফ করিবে এবং আমার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিবে, তাহা হইলে আমার মনে হয় এই যুগেও ইসলামের খেদমতের এক বড় সুযোগ হইবে, যেভাবে হযরত মোহাম্মাদ কাসেম নানতবী (রহঃ) অথবা হযরত সৈয়দ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ) এবং অন্যান্য সুফী এবং আউলিয়ার যুগে হইয়া ছিল।

অনুবাদঃ মৌলবী মোহাম্মদ

শোক সংবাদ

তেজগাঁও আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া নিবাসী মৌলবী আবদুল হামিদ সাহেব (মুসি) এর স্ত্রী মোসাম্মত আফিয়া আখতার খাতুন সাহেবা গত শনিবার ২২শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ইং সকালে ৬—৪৫মিঃ ইন্তেকাল ফরমাইয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে……রাজেউন) মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হইয়াছিল প্রায় ৭৫ বৎসর। তাঁহার এক-মাত্র সন্তান জনাব আবদুর রশিদ সাহেব তেজগাঁও আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার General Secretary. এছাড়া তিনি ৬ জন নাতি এবং ৪ জন নাতনী ও বড় নাতির ২ জন সন্তান রেখে যান। তিনি জামাতের একজন নেক্ ও মুখলেছ মহিলা ছিলেন। তিনি জীবিত থাকাকালীন তেজগাঁও আঞ্জুমান এর মসজিদের জন্য জায়গা ওয়াক্‌ফ করিয়া যান। সকল আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট আবেদন এই যে, তাঁহার পবিত্র আত্মার মাগফেরাতের জন্য দোয়া জারি রাখেন যেন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে শান্তিতে বেহেশ্‌ত বাসী করেন। আমীন।

আহমদীয়া জামায়াতের আদি কেন্দ্র

পবিত্র কাদিয়ান ভূমিতে

৮২তম সালানা জলসা

আল্লাহ্‌তায়ালার অপার অনুগ্রহে বিগত ১৮, ১৯ ও ২০শে ডিসেম্বর আহমদীয়া জামাতের আদি কেন্দ্র পবিত্র কাদিয়ানে জামাতের ৮২ তম সালানা জলসা খুবই সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে (আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌)। বাংলাদেশ ও ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল ছাড়াও দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকা হইতে কয়েক সহস্র সত্যান্বেষীর সমাবেশ হয় এই জলসায়। ইসলামের খেলাফতের বর্তমান কেন্দ্র রাবওয়া শরীফ হইতে আন্তর্জাতিক পাসপোর্টধারী বিদেশী আহ্‌মদগণের একটি প্রতিনিধিদলও মৌঃ শেখ মোবারক আহ্‌মদ সাহেবের নেতৃত্বে জলসায় শরীক হন। এই বৎসর বাংলাদেশ হইতে মোহ্‌তারম জনাব আমীর সাহেব ও নায়েবে আমীর সাহেব সহ মোট ২১ জন ইহাতে শরীক হওয়ার তৌফিক লাভ করেন। জলসা উপলক্ষে প্রেরিত হুজুর (আইঃ)-এর মহব্বত ভরা ঈমানোদ্দীপক ও রুহানিয়ত বর্দ্ধক বিশেষ পয়গাম পাঠ করিয়া শুনান হয়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক ছাড়াও জলসায় স্থানীয় বহু গণ্যমান্য শিখ ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। জলসা শেষে কাদিয়ানের বিশিষ্ট শিখ নেতা শ্রী সংনাম সিং বাজওয়া বিভিন্ন দেশ হইতে আগত প্রতিনিধিদেরকে একটি চা-চক্রে আপ্যায়িত করেন। জলসার পবিত্র দিনগুলি দোয়া, আস্তাগফার, দরুদ, নফল ইবাদত ও নামাজে তাহাজ্জুদ ইত্যাদির মাধ্যমে অতিবাহিত হয়। জলসার বিস্তারিত খবর পরবর্ত্তী সংখ্যায় দেওয়া হইবে ইনশাল্লাহ্‌।

কলিকাতায় সুধি সমাবেশ :

কাদিয়ান শরীফের জলসা হইতে ফিরার পথে কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রে আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে জনাব আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব মুসলিমের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ (আঃ)-এর উপর এক জ্ঞানগর্ভ ও তথ্যবহুল বক্তৃতা দান করেন, যাহা উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলের হৃদয়ে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। কলিকাতা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পক্ষ হইতে তথাকার রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরীর জন্য পবিত্র কোরআন শরীফ ও ইসলামের উপর লিখিত কিছু মূল্যবান পুস্তক পেশ করেন, গ্রন্থগুলি মিশন কর্তৃপক্ষ খুবই আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন।

[আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের প্রদত্ত বিবরণীর আলোকে]

সংবাদ

হজ্ব যাত্রা

জনাব তবারক আলী সাহেব, কাষ্টম কালেক্টার কাষ্টম হাউস, চট্টগ্রাম হইতে হজ্জব্রত পালন উপলক্ষে মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে বিমান যোগে ঢাকা হইতে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন (আলহাম্‌দুলিল্লাহ্)। জনাব তবারক আলী সাহেব চট্টগ্রাম জমাতের একজন উৎসাহী সদস্য। বন্ধুগণ তাঁহার সফরের নিরাপত্তা মঙ্গল জনক ও বাবরকত হওয়ার জন্য দোয়া করিবেন হজ্বের পূরা বয়াত সমূহ যেন তিনি হাসিল করিতে পারেন এবং বয়তুল্লা শরীফে যেন ইসলাম অর্থাৎ আহমদীয়তের জন্য দোয়া করার সুযোগ লাভ করেন তজ্জন্যও বন্ধুগণ দোয়া জারী রাখিবেন।

জলসা সালানা কাদিয়ান

কাদিয়ান হইতে মোহতরম জনাব আমীর সাহেবের টেলিগ্রামে জানা গিয়াছে যে, আল্লাহ্-তায়ালার অশেষ রহমতে কাদিয়ানে তিন দিবস ব্যাপী সালানা জলসায় বিগত ১৮, ১৯ ও ২০শে ডিসেম্বর খুবই সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

(আলহাম্‌দুলিল্লাহ)

তালিমুল কোরআন (ক্লাশ)

আল্লাহতায়ালার ফজলে বিগত ১৪ই ডিসেম্বর বাদ ফজর ঢাকা দারুত তবলীগে বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে তালিমুল কোরআন ক্লাশ উদ্বোধন করা হয়। ক্লাশ তিনগ্রুপে যথা :—

(ক) যাহারা পড়িতে জানেনা তাহাদিগকে কোরআন নাজেরা শিখান।

(খ) যাহারা নাজেরা পড়িতে পারে তাহারা যেন সঠিক ও নির্ভুল ভাবে তেলাওয়াত করিতে পারেন।

(গ) অর্থ ও তফসীর শিক্ষা মোট ২০ জন সদস্য প্রত্যেহ বাদ ফজর শরীক হইতেছেন মৌলবী মাহবুবুর রহমান মোয়াল্লেম হেড-কোয়ার্টার ও জনাব আশরাফ আলী সাহেব বর্তমানে কোরআন ক্লাশ পরিচালনা করিতেছেন বন্ধুগণ ক্লাশের পূরা কামিয়াবী ও বাবরকত হওয়ার জন্য খাসভাবে দোয়া করিবেন।

আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী ইমাম মাহদী—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর,তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পূণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুন ঃ—

The Introduction to the Commentary of the Holy Qur'an		Tk.	8.00
The Philosophy of the Teachings of Islam	Hazrat Ahmed (P.)	,,	2.00
Jesus in India	,,	,,	2.50
Ahmadyyat—The True Islam	Hazrat Mosleh Maood (R)	,,	8.00
Invitation to Ahmadiyyat	,,	,,	8.00
The New World Order	,,	,,	3.00
The Economic Structure of Islamic Society	,,	,,	2.50
Islam and Communism	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	,,	0 62
The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	,,	0.50
কিশতিয়ে নূহ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)	টাকা	১.২৫
শান্তির বার্তা	,,	,,	১.০০
ধর্মের নামে রক্তপাত	মির্যা তাহের আহ্মদ	,,	২.০০
আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব	মৌলভী মোহাম্মদ	,,	১.০০
ইসলামেই নবুয়াত	,,	,,	০.৫০
ওফাতে ঈশা	,,	,,	০.৫০

ইহা ছাড়া ঃ—

বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ এবং বিনামূল্যে দেওয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র। ১৷৷০ দেড় টাকার ডাক টিকেট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া

৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা ১।

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the Proprietors, Banglaudesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*